তুঁত চারা তৈরীর পদ্ধতি ও রক্ষনাবেক্ষনের কৌশল

ডঃ গঙ্গেশ বাহাদুর সিংহ, ডঃ কনিকা ত্রিবেদী, শ্রী সব্যসাচী গঙ্গোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ

অনুসন্ধান বিস্তার কেন্দ্র

বস্ত্র মন্ত্রালয়, ভারত সরকার

ইন্দ্রনগর, আগরতলা, পিন-৭৯৯০০৬, ত্রিপুরা।

তুঁত চারা তৈরীর পদ্ধতি ও রক্ষনাবেক্ষনের কৌশল

জমি নির্বাচন ঃ

চারা বাগান তৈরীর করার পূর্বে এমন একটি জমি নির্বাচন করতে হবে যেটা হবে উচু, সমান এবং জলের খুব কাছাকাছি, দোঁআশ মাটি যুক্ত, জল নিষ্কাশন করা যায় এমন জমি চারাবাগানের জন্য খুবই ভাল। ত্রিপুরাতে জল দেওয়া যায় এমন সমান জমিতে অক্টোবর - নভেম্বর মাসে চারা বাগান করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মাটি তৈরী ঃ

অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে মাটিকে খুব গভীর ভাবে কোদালী করে (দুদিক থেকে) মাটিকে সমান করে নিতে হবে। ৩ মিটার লম্বা এবং ১.২০ মিটার চওড়া ভূমি তৈরী করতে হবে এবং পাশে ৩০ সেমি প্রশস্তযুক্ত নিষ্কাশন প্রনালী (Drain) রাখতে হবে।

নার্সারী বেডে কাটিংস পোতার জন্য লাইন তৈরী

নার্সারী বেড

নার্সারী বেডের আয়তন ঃ

৩০০ সেমি লম্বা এবং ১২০সেমি প্রশস্ত জমিতে ২৪০টি কাটিংস রোপন করে (সারি থেকে সারি ১৫ সেমি এবং কাটিংস থেকে কাটিংস ১০সেমি) এবং তার থেকে ৪-৬ মাস পুরানো চারা পাওয়া যেতে পারে। ৮ থেকে ১০ মাস বয়সের চারা পেতে হলে ১২০ টি চারার জন্য সম পরিমান জমির দরকার।

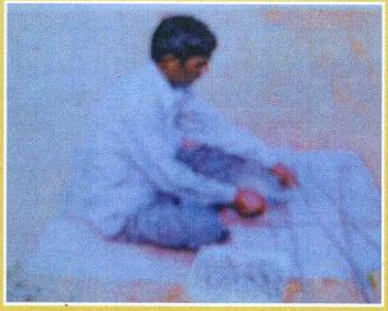

তুঁত চারা তৈরীর পদ্ধতি ও রক্ষনাবেক্ষনের কৌশল

সাধারনত ঃ দোঁয়াশ মাটি নার্সারী বেডের জন্য সর্বোত্তম। যেহেতু নার্সারী বেডে রাসায়নিক সার প্রয়োগের সুযোগ কম তাই ৫ টুকরী গোবর সার প্রত্যেক বেডে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

মাটিতে উই পোকার আক্রমনের সম্ভাবনা থাকে তার জন্য ০.১% ক্লোরোপাইরিফস বা ডার্সবেন (১ মিলি প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে মাটিতে স্প্রে করতে হবে)।

কাটিংস নির্বাচন ঃ

কাটিংস তৈরীর পূর্বে এমন গাছ নির্বাচন করতে হবে (উচ্চ ফলনশীল) যা অবশ্যই কিট পতঙ্গ এবং টুকরা রোগ মুক্ত হবে।

কাটিংস এর বয়স ঃ

কাটিংস এর বয়স ৬ থেকে ৯ মাস ও ১০ - ১৫ মি.মি. পুরু হতে হবে। কাটিংস এর নিচের অংশ এবং উপরের সবুজ অংশ চারা তৈরীর জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

কাটিংস তৈরী ঃ

কাটিংস তৈরীর পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাতে ৩ থেকে ৪টি বাড বা কুড়ি থাকে এবং এর লম্বা ১৫ থেকে ২০ সেমিঃ হয়। কাটিংস কাটার সময় সবসময় নজর দিতে হবে যে কাটিংস এর উভয় দিকের চামড়া ফেটে না যায় এবং তা করতে হবে ধারালো দা বা কাচি দিয়ে। কাটিংস তৈরীর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা লাগিয়ে নিতে হবে। কোন কারনে যদি দূরবর্তী স্থানে কাটিংস পরিবহন করতে হয় এবং ২-৩ দিন সময় লাগে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাটিংস শুকিয়ে না যায়। জলে ভেজা চট এক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। কাটিংস পরিবহন সকালে বা বিকেলে ঠান্ডার সময় করতে হবে।

কাটিংস শোধন ঃ

ছত্রাক রোগ থেকে বাচাতে হলে কাটিংসকে ০.২% বেভিষ্টিন নতুবা ০.১% ডাইথেন -এর ৪৫ দ্রবনে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে।

ব্যবধান ঃ

সুতা বা সুতলীর সাহায্যে ১৫সেমি অন্তর রেখা টানব। প্রত্যেক রেখাতে ১০সেমি দুরে চিকন লাঠির সাহায্যে গর্ত করে তাতে কাটিংস লাগাব। ৩০০ X১২০ সেমি বেড সাইজে ২০ টি লাইন থাকবে এবং প্রত্যেকটি সারিতে ১২টি কাটিংস থাকবে।

তুঁত চারা তৈরীর পদ্ধতি ও রক্ষনাবেক্ষনের কৌশল

কাটিংস প্রতিস্থাপন ঃ

নার্সারী বেডে কাটিংস প্রতিস্থাপন করার ১ - ২ দিন আগে জল দিতে হবে যাতে মাটি ভেজা থাকে।

লাগানো কাটিংসের গভীরতা ঃ

কাটিংস খাড়াভাবে লাগাতে হবে যেন একটি বাড বা চোখ মাটির উপরে থাকে। কাটিংস লাগানোর পর তার গোড়া চেপে দিতে হবে।

লাগানোর দিক ঃ

উপগ্রীষ্ম মন্ডলীর অঞ্চলে কাটিংস লাগানোর দিক হবে উত্তর -দক্ষিনে সারিবন্ধ ভাবে। গ্রীষ্ম মন্ডলীর অঞ্চলে যেখানে সূর্য কিরন সবসময় পাওয়া যায় সেখানে যে কোন দিক হতে সারিবদ্ধ ভাবে কাটিংস লাগানো যেতে পারে।

নূতন চারাগাছ রোপনের সঙ্গে সঙ্গে একবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। জমি যদি দোঁআশ মাটি যুক্ত হয় তাহলে ৪ - ৫ দিন আর যদি পলিমাটি যুক্ত হয় তাহলে ৬ - ৭ দিন পর পর জল দিতে হবে।

নার্সারীবেড সব সময় জঙ্গলমুক্ত রাখতে হবে। নার্সারী লাগানোর ২৫ - ৩০ দিন পর প্রথম বার আর ৫৫ - ৬০ দিন পর দ্বিতীয় বার আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

নার্সারী বেডে চারাগাছ যখন ২৫-৩০ সেমি লম্বা হবে (৫৫-৬০ দিন পর) তখন একবার রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে, ৫০০ গ্রাম এমোনিয়াম সালফেট অথবা ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া এক একটি বেডে প্রয়োগ করার পর সামান্য সেচ দিতে হবে।

চারাগাছ রক্ষার উপায় ঃ

১৫-২০ দিন অন্তর ০.১% বেভিষ্টিন চারাগাছে স্প্রে করতে হবে। থ্রিপস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ০.১% রোগর এবং যদি উইপোকার আক্রমন ঘটে তবে ০.১% মেটাসিস্টস স্প্রে করতে হবে।

চারাগাছ উঠানো এবং তার যত্নঃ

নার্সারী থেকে চারা উঠানোর ২-৩ দিন পূর্বে বেডে ভালভাবে জল ছিটিয়ে দিতে হবে। যাতে চারাগুলি সহজভাবে উঠানো যায় চারাগাছ উঠানোর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরী করা জমিতে তা লাগাতে হবে।